আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (১১ আগস্ট ,২০১৯) বুলেটিন নং ৬৭	১১ আগস্ট হতে ১৭ আগস্ট , ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০৬ আগস্ট হতে ০৯ আগস্ট ,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৬ আগস্ট	০৭ আগস্ট	০৮ আগস্ট	০৯ আগস্ট	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৩.০	১১.০	৮৪.০	১৮.০	৩.০-৮৪.০ (১১৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৫.২	৩৪.০	৩১.৮	৩১.০	৩১.০-৩৫.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৭.০	২৬.৪	২৬.৫	২৬.০-২৭.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৩.০-৯২.০	৬৯.০-৯২.০	৫৭.০-৯৮.০	৮০.০-৯৭.০	৫৭.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৬.৭	১৮.৫	১১.১	১১.১	১১.১-১৮.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৭	৮	৬	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৭ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১১ আগস্ট হতে ১৭ আগস্ট , ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪.৯-১৩.০ (৩৯.৬)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮.৮-৩০.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.২-২৪.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৪.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.০-৬.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	বীজতলা/চারা রোপন পর্যায়
আউশ ধান	কুশি পর্যায়
পাট	পরিপক্ক/কর্তন পর্যায়
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান (বন্যায় ক্ষতি হয়নি এমন এলাকা) :

- সেচের পানি দিয়ে আউশ ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে (গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া) ফসলে রোগবালা্ইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় । তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ধানের মাজরা পোকা, গল মাছি, সাদা এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে কার্বফুরান ৩ জি@ ৩৩ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ডাইক্লোরোভেক্স প্রয়োগ করতে হবে।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধে জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- আউশে পাতায় ব্লাষ্ট ও পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে কার্বান্ডাজিম @২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর উপরের কার্যগুলি সম্পাদন করুন।

আমন ধান (বন্যায় ক্ষতি হয়নি এমন এলাকা):

- আমন ধানের চারা দ্রুত রোপণের করতে হবে। বীজতলা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- চারা রোপণের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে।
- আমন ধানের মূলজমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টর জমিতে ৯০কেজি টিএসপি, ৭০কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক (বোরো/আউশ মৌসুমে জিঙ্ক প্রয়োগ করে থাকলে জিঙ্ক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই) এবং ৬০কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপনের এখনই উপযুক্ত সময়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করুন। আমন চারা খুব বেশী গভীরে রোপণ করবেন না এবং কোনো চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চারা লাগান । সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন। জমির আইল শক্ত করে বেঁধে দিন যাতে হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতে পানি বের হয়ে যেতে না পারে।
- বীজতলা এবং মূলজমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ১/৩ নাইট্রোজেন উপরি প্রয়োগ করুন ভারী বৃষ্টিপাতের পর।

পাট (বন্যায় ক্ষতি হয়নি এমন এলাকা):

- পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, দেরিতে ফসল লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের সময় বালাইনাশক প্রয়োগ ঠিক নয়, বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য জমিতে পার্চিং ব্যবস্থা করুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।

বন্যায় ক্ষতি হয়েছে এমন এলাকার জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

দন্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁসমুরগী ও মাছের ওপর বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

১. উঁচু জমিতে সম্মিলিতভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার জন্য স্থানীয় জাত নির্বাচন করতে হবে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই চারা রোপণ করতে হবে।

২. মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব স্বল্প মেয়াদী জাত (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) এর বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩. আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।

৪. পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি ও ভারী বৃষ্টি থেকে থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।

৫. পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সবজির জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর বৃষ্টিপাতের পর আগাম শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করুন।

৮. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৯. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টিকা দিন।

১০. গবাদি পশুকে উচুঁ জায়গায় রাখুন।

১১. গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখুন।

১২. বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন জায়গা থেকে গবাদি পশুকে দূরে রাখুন।

১৩. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১৪. পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।